ফুল-পাতা

শ্রীঅভয়

ফুল-পাতা

শ্রীঅভয়

প্রথম প্রকাশ
দোল পূর্ণিমা
২৪ মার্চ, ১৯৭৮

প্রকাশক
শ্রীঅভয়

মুদ্রাকর
রাজকুমার জায়সয়াল
ডিভাইন প্রিন্টার্স
শিবালা, বারাণসী

মূল্য দুই টাকা

শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম
লাইব্রেরীতে
উপহার
— শ্রী অভয়
২৮.৪.১৯৭৭.
বারাণসী

এই যে লেখা আমার খাতায়—
ছোট-টো পূজো ফুলে পাতায়।
বন বাদাড়ে গাছ উঠেছে।
জাগ্‌ল পাতা ফুল ফুটেছে।
না হয় কোনো   নাইকো বাহার—
চলুক পূজো চলুক তাঁহার।

—শ্রীঅভয়

ছোট গান

(১)

উঠব আমি আগুন হ'য়ে জ্ব'লে,
ভ্রান্তিগুলো বেবাক হবে ছাই।
মায়ের পায়ে মাথা আমার রাখি',
অভয় বলে, মায়েরি গান গাই॥

সকাল ২৩. ১. ১৯৭৫

(২)

ভুল যেন গো হয় না মালিক আমার,
চিনে নিতে তোমার মুখখানা।
অভয় বলে, এই তো তুমি কাছে,
খেলছ খেলা, সেজেছ ওই নানা॥

দুপুর ২৫. ৮. ১৯৭৫

(৩)

আপনারে শুধরে আমি নেব—
সে ক্ষমতা নাই রে বন্ধু, মোর।
অভয় বলে, ওরে পরশমণি,
দে আমারে পরশখানি তোর॥

গভীর রাত্রি ১. ৯. ১৯৭৫

(৪)

পাগল পাগল—কথা বটে শুনি;
সবাই পাগল, পাগল কেহই নয়।
অভয় বলে, সত্যি পাগল সে যে
প্রভুর প্রেমে মত্ত যে জন হয়॥

রাত্রি ১০. ৯. ১৯৭৫

(৫)

কত লোকে কুসুম কত আনে,
আনে তারা নানান উপচার।
অভয় বলে, আমার দুঃখ ভীতি
তোর চরণে রইল উপহার॥

রাত্রি ১০. ৯. ১৯৭৫

(৬)

যুগ-যুগান্তর আমার মনের মাঝে
জটিলতার জড়িয়ে গেছে পাক।
অভয় বলে, তোমার ছোঁওয়া পেয়ে
এ' মন এবার সহজ হয়ে যাক॥

রাত্রি ১০. ৯. ১৯৭৫

(৭)

বহু বহু বহু দিবস আগে
দেখা হয়েছিল তোমার সাথে।
অভয় বলে আবার দেখার লাগি'
তাইতো ছুটে চলছি দিনে রাতে॥

রাত্রি ১০. ৯. .৯৭৫

(৮)

ভাল হতে পারিনিকো আমি,
তোমার প্রসাদ পায়নি আমার মন।
অভয় বলে, হায় গো কাহার দোষে
ঘটল বল এমন অঘটন॥

রাত্রি ১০. ৯ ১৯৭৫

(৯)

বিষয় বিষয় বিষয় আমি লভি,
তোমার সাথে অল্প দেখা হয়।
অভয় বলে, এই না মিথ্যাচারে
দুখের আমার ঘটছে নাকো ক্ষয়॥

রাত্রি ১১. ৯. ১৯৭৫

(১০)

তুমি সত্য, তোমায় যদি ভুলে আমি রহি—
অভয় বলে, আর যাই হই সত্যাশ্রয়ী নহি॥

গভীর রাত্রি ১২. ৯. ১৯৭৫

(১১)

তোমার খেলা খেলছ বটে তুমি,
তাতে আমার দুঃখ মেটে নাই।
অভয় বলে, একী তোমার খেলা—
যাতে আমি দুঃখ এত পাই॥

গভীর রাত্রি ১২. ৯ ১৯৭৫

(১২)

দুঃখ আমার সুখ ক'রে দাও প্রভু,
দিয়ে তোমার প্রেমের পরশখানি।
অভয় বলে, তোমার মুখ চেয়ে
সইব তখন সইব সকল হানি॥

গভীর রাত্রি ১২. ৯. ১৯৭৫

(১৩)

(ক) সত্য যদি আমার বুকের জিনিস—
সত্যে কেন আমার রুচি নাই।
আমি কেন ফাঁকির মাঝে নাকাল,
নকলটারে কিসের লাগি' চাই॥

(খ) কে আছ গো, কে দেবতা আছ,
দাও না ভেঙে আমার মরম ভুল।
অভয় বলে, সত্য, তোমায় পেলে
পেতে পারি দুঃখনদীর কূল॥

রাত্রি ১২. ৯. ১৯৭৫

(১৪)

সমস্যা মোর বুকের মাঝে যে রে—
বুকের মাঝেই তাহার সমাধান।
অভয় বলে, দূরের দেবতা যে
করতে নারে দুঃখ হতে ত্রাণ॥

রাত্রি ১২. ৯. ১৯৭৫

(১৫)

তুমি আমায় যা করেছ দান—
এতে আমি অবাক্ হয়ে যাই।
আবার ভাবি, আমি যে সন্তান—
অবাক্ হবার এতে কিছুই নাই॥

রাত্রি ১২. ৯. ১৯৭৫

(১৬)

ভাল ভাল পরম ভাল তুমি—
এই কথাতে সন্দেহ তো নাই।
আমায় কেন গড়লে এমন ক'রে,
এইটা শুধু তোমারে শুধাই॥

রাত্রি ১৩. ৯. ১৯৭৫

(১৭)

পূর্ণ তুমি, তোমার মাঝে সবি—
এই কথাতে ভরল না মোর মন।
অভয় বলে, খণ্ড ক'রে মোরে
বল কে গো করিল গঠন ॥

রাত্রি ১৪. ৯. ১৯৭৫

(১৮)

যদি বল, খণ্ড কে বা কহে,
অজ্ঞানতা, কিছুই নহে আর।
অভয় বলে, আমার মাথায় কেবা
চাপিয়ে দিল অজ্ঞানতার ভার ॥

রাত্রি ১৪. ৯. ১০৭৫

(১৯)

ভাল ভাল সবাই বলে শুনি—
সত্যি ভাল নয় রে কেহই নয়।
অভয় বলে, সত্যি ভাল সেটি—
যেটি ওগো তাঁহার যোগে রয় ॥

রাত্রি ৪. ৯. ১৯৭৫

(২০)

কেন রে তোর দুখের কান্না এত,
ঘরটি ছেড়ে আয় না বাহিরে।
অভয় বলে, তাকা আকাশ পানে,
দেখবি রে তোর দুঃখ নাহি রে॥

রাত্রি ১৪ ৯. ১৯৭৫

(২১)

আলো আলো কোথায় রে সেই আলো।
আলোর তরেই কাঁদছে আমার মন।
ওরে অভয়, সেই-না আলো দিয়ে
দেখব রে তার মুখটি চিরন্তন॥

রাত্রি ১৪. ৯. ১৯৭৫

(২২)

কান্না আছে হাসি আছে আমার—
আমি তাদের চাই না তাড়াতে।
অভয় বলে, মোর জীবনে তারা
ভ'রে উঠুক তোমার সাড়াতে॥

রাত্রি ১৯. ৯. ১৯৭৫

(২৩)

আমি যে ভাই, রাজার ছেলে বটি,
আমার কেন এমনতর হাল।
অভয় বলে, স্বপন দেখে দেখে
বল বল কাটবে কত কাল ॥

রাত্রি, ২১. ৯. ১৯৭৫

(২৪)

মায়ের কোলে স্বপন দেখে ছেলে,
ধরল ভূতে, মায়ের দেখা নাই।
অভয় বলে, উঠব কবে জেগে—
আমার দশা ঠিক হয়েছে তাই ॥

রাত্রি ২১. ৯ ১৯৭৫

(২৫)

ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে বাঁধন—
এমন ক'রে বাঁধল আমায় কে।
অভয় বলে, ও বাজিকর শোন্,
একটানে মোর বাঁধন খুলে দে ॥

রাত্রি ২১. ৯. ১৯৭৫

(১৬)

বাঁধন আছে, কাঁদন আছে আমার।
সাধন করার সময় কোথায় মোর।
অভয় বলে, তুই যে আমার আপন—
সেই জোরেতেই আমার বুকের জোর॥

রাত্রি ২১. ৯. ১৯৭৫

(১৭)

সর্বনাশ তো হবার উপায় নেই,
চলছে কেবল সর্বনাশের খেলা।
অভয় বলে, ওরে পাগল, তুই
ব্যাপার বুঝে নে গো নে এইবেলা॥

রাত্রি ২১. ৯. ১৯৭৫

(১৮)

ঋণ যে কত—কতজনার কাছে,
শুধতে নারি, যায় ফুরিয়ে দিন।
অভয় বলে, আপন আমার ওরে,
তোর কাছে মোর নাইকো কোনো ঋণ॥

মধ্যরাত্রি ২১. ৯. ১৯৭৫

(২৯)

কত জনায় কত কথা বলে,
তাদের কথায় দেব না মোর কান।
অভয় বলে, তোমার মুখ চেয়ে
তোমার প্রাণে রাখব আমার প্রাণ ॥

মধ্যরাত্রি ২১. ৯. ১৯৭৫

(৩০)

সত্য কথা বলতে সাহস দাও,
সত্য কথা শুনতে সাহস দাও।
অভয় বলে, ওগো সত্য আপন,
সত্য মাঝে আমারে জাগাও ॥

গভীর রাত্রি ২২. ৯. ১৯৭৫

(৩১)

সত্য লাগি মরতে চাহি আমি,
সত্য লাগি বাঁচতে আমি চাই।
অভয় বলে, সত্যে বুকে ধ'রে
পাগল হয়ে নাচতে আমি চাই ॥

গভীর রাত্রি ২২. ৯. ১৯৭৫

(৩২)

জননী গো, তোমার কাছে আমি
জানিয়ে রাখি একটি আমার সাধ—
অভয় বলে, আমার দেহে মনে
নেমে আসুক তোমার আশীর্বাদ ॥

গভীর রাত্রি ২২. ৯. ১৯৭৫

(৩৩)

নজর ক'রে বন্ধু, দেখ দেখি,
এই দুনিয়া মৃত্যু দিয়ে ঢাকা।
অভয় বলে, আরো নজর কর,
এই দুনিয়া অমৃতেতে মাখা ॥

গভীর রাত্রি ২২. ৯. ১৯৭৫

(৩৪)

ওরে তোরা কোথায় আছিস কে গো,
সত্য লাগি প্রাণটা দিতে রাজী।
অভয় বলে, তোদের লাগি' আমি
পথ চেয়ে যে রইনু ব'সে আজি ॥

গভীর রাত্রি ২২ ৯. ১৯৭৫

(৩৫)

(ক) একটি কথা কইব কানে কানে,
তিনি আছেন. নাইকো কিছু আর।
তবে যে ওই দেখছ কত কিছু—
নিজের সাথে নিজের খেলা তাঁর ॥

(খ) বন্ধু বন্ধু বন্ধু, বলি শোনো,
শক্ত ক'রে তাঁরেই ধর না।
অভয় বলে, তাঁহার হয়ে গিয়ে
তাঁহার মাঝেই বসত কর না ॥

রাত্রি ২৪. ৯. ১৯৭৫

(৩৬)

সকলখানেই তিনি আছেন জেগে।
পাই না তাঁরে—এই তো ভবরোগ।
অভয় বলে, মন রে, যেথা সেথা
তাঁহার সাথে কর্ না যোগাযোগ ॥

রাত্রি ১২. ৯. ১৯৭৫

(৩৭)

যারে আমি মন্দ ভেবেছিলাম—
নহে নহে, সে তো মন্দ নহে।
মন্দ শুধু দৃষ্টিভঙ্গী মোর,
কর জোড়ে আজি অভয় কহে॥

গভীর রাত্রি ২৬. ৯. ১৯৭৫

(৩৮)

(ক) অভিযোগের অনুযোগের ঝুলি
দে মা এবার শূন্য ক'রে দে।
তোর সাথে মোর পূর্ণ যোগাযোগে
জীবন আমার পূর্ণ ক'রে নে॥

(খ) অমৃত তোর অভয় কোলের 'পরে
এবারে মা দে গো আমায় স্থান।
ওই যে আজি মায়েরি দরবারে
মায়ের ছেলে অভয় গাহে গান॥

গভীর রাত্রি ২৮. ৯. ১৯৭৫

(৩৯)

তোর হাতেতেই ঘটল আমার বাঁধন।
তোর কাছেতেই মুক্তি আমি চাই।
অভয় বলে, যে-মুক্তিতে আমার
তোরে আমি সকলখানে পাই॥

গভীর রাত্রি ২৮. ৯. ১৯৭৫

(৪০)

মা তোর কোলে ঘুমিয়ে প'ড়ে আমি
স্বপন দেখি, হলেম হতভাগা।
অভয় বলে, মা তোর আপন স্নেহে
নিজের হাতে তোর কোলেতে জাগা॥

গভীর রাত্রি ২৮. ৯. ১৯৭৫

(৪১)

কত কালি আমার মনের মাঝে—
কেমন ক'রে তুলব আমি হায়।
অভয় বলে, আমার এ মনখানি
ছুঁইয়ে দেব তোমার রাঙা পায়॥

রাত্রি ২৯. ৯ ১৯৭৫

(৪২)

খুলে দে মোর প্রাণ-ফোয়ারাখানি—
ছড়িয়ে পড়ুক সকল দুনিয়ায়।
অভয় বলে, হে মোর মহাপ্রাণী,
জীবন যেন ধন্য হয়ে যায়॥

মধ্যরাত্রি ২৯. ৯. ১৯৭৫

(৪৩)

যত তোমায় চেয়েছি গো আমি,
চাইনি আমি তাহার চেয়ে আরো।
ওগো, আমার আপন যদি তুমি—
আপন হতেই আসতে আজি পারো॥

রাত্রি ৩০. ৯. ১৯৭৫

(৪৪)

জানি না সে কত-না দিন হ'ল
আমার সাথে হয় নি দেখা তব।
অভয় বলে, এবার তুমি এসো,
আর কতকাল এমনি দুঃখ সব॥

মধ্যরাত্রি ৩০. ৯. ১৯৭৫

(৪৫)

ওগো বন্ধু, তোমার মুখ চেয়ে
হাসব আমি পরাণ খোলা হাসি।
অভয় বলে, তোমার বিরহেতে
যাব আমি নয়ন জলে ভাসি॥

রাত্রি ১. ১০. ১৯৭৫

(৪৬)

বন্ধু তুমি কাছেই থাক মোর
অথবা হে থাক অনেক দূরে।
অভয় বলে, উভয় স্থলেতেই
বাজুক এ প্রাণ তব গভীর সুরে॥

রাত্রি ১. ১০. ১৯৭৫

(৪৭)

তুই যে আমার সত্যিকারের মা,
ওরে আমার এমন মজা তাই।
অভয় বলে, তোর কাছেতে রে,
তোরি গীতি আপন ভাবে গাই॥

মধ্যরাত্রি ২. ১০. ১৯৭৫

(৪৮)

ঘুমিয়ে থেকে স্বপ্ন দেখি আমি।
ও তোর হ'ল নিত্য জাগরণ।
আমার মাঝেই তুই যে আছিস জেগে—
অভয় বলে, বোঝা মা এখন ॥

রাত্রি ৭. ১০. ১৯৭৫

(৪৯)

আমার মাঝে তুই রয়েছিস নিতি,
তোর মাঝেতে আমার নিত্য বাস।
অভয় বলে, এই-না সত্যখানি
ক'রে দে মা ক'রে দে প্রকাশ ॥

রাত্রি ৭. ১০ ১৯৭৫

(৫০)

আমায় যারা পাগল বলে বলুক,
সত্য যারা বুঝবি তারা আয়
সেই আপনের প্রসাদ কিছু পেয়ে
অভয় আজি এই-না কথা গায় ॥

রাত্রি ৭. ১০. ১৯৭৫

(৫১)

মরা মানুষ দেখে দেখে জীবন হ'ল সারা।
অভয় বলে, আয় না কাছে বেঁচে আছিস যারা॥

মধ্যরাত্রি ১৮. ১০. ১৯৭৫

(৫২)

জানি নাকো কা'র খেয়ালে পড়েছি এই গোলে।
অভয় বলে, সহজ হব সেই পরমের কোলে॥

গভীর রাত্রি ১৮. ১০. ১৯৭৫

(৫৩)

মিথ্যা দিয়ে ভরা ও তোর মন—
তাই তো রে পাস এত মরম ক্লেশ।
অভয় বলে, জ্ঞানের প্রজ্বলন
মিথ্যাগুলো ক'রেই দেবে শেষ॥

গভীর রাত্রি ১৮. ১০. ১৯৭৫

(৫৪)

অহঙ্কারে দেখতে নারি আমি,
প্রতি পদে করছি কত দোষ।
অভয় বলে, সরল হ'লাম নাকো—
রইল আমার রইল এ আফ্‌সোস॥

গভীর রাত্রি ১৮. ১০. ১৯৭৫

(৫৫)

জানি নাকো কবের থেকে হায়
মলিনতায় ভরা আমার মন।
অভয় যদি তোমার সঙ্গ পায়
মলিনতা যেতে কতক্ষণ॥

গভীর রাত্রি ১৮. ১০. ১৯৭৫

(৫৬)

ভাল মন্দ ছাড়িয়ে যে জন যায়
সত্যিকারের ভাল সে জন হয়।
তেমন ভাল কখন হব হায়,
আজি অভয় এই কথাটি কয়॥

গভীর রাত্রি ১৮. ১০. ১৯৭৫

(৫৭)

মুক্ত তুমি অনন্তেরি মাঝে।
আমি যে গো তোমার মত নহি।
অভয় বলে, তোমা হারা হয়ে
আমি শুধু ভূতের বোঝা বহি॥

গভীর রাত্রি :৮. ১০. ১৯৭৫

(৫৮)

যে ভুলেতে মরছি ঘুরে আমি—
ভুলখানি সেই দিল কে আমার।
অভয় বলে, তার চরণে আমি
বারে বারে করছি নমস্কার॥

গভীর রাত্রি ১৮. ১০. ১৯৭৫

(৫৯)

দেহে মনে এমন ক'রে আজি
দারুণ ভাবে বাঁধল আমায় যে—
অভয় বলে, বলছি তারে আমি,
দে গো আমার বাঁধন খুলে দে॥

গভীর রাত্রি ১৮. ১০. ১৯৭৫

(৬০)

মরণ শুধু মরণ সেথায়—যেথায় তুমি নাই।
অভয় বলে, এই নিবেদন, তোমায় যেন পাই॥

রাত্রি ২৫. ১০. ১৯৭৫

(৬১)

ডাকছ তুমি তাইতো বঁধু, তোমায় আমার ডাকা।
অভয় বলে, তুমি আছ তাইতো আমার থাকা॥

রাত্রি ২৫. ১০. ১৯৭৫

(৬২)

বাজিয়ে বাঁশী দেখতে পার তুমি,
আমি ছুটে যাই কি নাহি যাই।
অভয় বলে, বাজিয়ো এমন ভাবে
যাতে বাঁশী শুনতে আমি পাই॥

রাত্রি ২৬. ১০. ১৯৭৫

(৬৩)

চারিদিকে চলছে কত খেলা,
কত কথা বলছে কত লোক।
অভয় বলে, এই মিনতি, যেন
খোলা থাকে তোমায় দেখার চোখ ॥

রাত্রি ২৬. ১০. ১৯৭৫

(৬৪)

তুমি ছাড়া কোথাও কিছু নাহি,
তুমি তুমি তুমি যে বিলকুল।
অভয় বলে, কোথায় তবে আমি।
আমি তোমার পায়ে পদ্মফুল ॥

রাত্রি ২৬. ১০. ১৯৭৫

(৬৫)

কি দিয়ে মা কী যে করিস তত্ত্ব কে বা জানে.
অভয় শুধু রইবে চেয়ে তোরি মুখের পানে ॥

দেওয়ালীর দিন ৩. ১১. ১৯৭৫

(৬৬)

এই কথাটা শুনতে আমি পাই,
ঘটাতে তুই পারিস অঘটন।
দুঃখী অভয় বলছে, আজি তাই
তোরি মাগো নিয়েছি শরণ ॥

রাত্রি ৯. ১১. ১৯৭৫

(৬৭)

স্বীকার করি, ছোটর ছোট আমি।
অপদার্থ অতি, স্বীকার করি।
অভয় বলে, আমার আত্মা যে গো
আর কেহ নয়, পরমার্থ হরি ॥

রাত্রি ১০. ১১. ১৯৭৫

(৬৮)

এই অখিলে দুঃখ অনেক আছে,
ওই যে গো ওই কাঁদে ভুবন পুর।
অভয় বলে, লাগতে চাহি কাজে—
হয় গো যাতে দুঃখ জ্বালা দূর ॥

রাত্রি ১৪ ১১. ১৯৭৫

(৬৯)

অহং অহং অহং আছে আমার—
সেই-না অহং কাজে লাগুক তোর।
অভয় বলে, ওরে পরম আপন,
জানাই তোরে এই বাসনা মোর॥

গভীর রাত্রি ১৫. ১১. ১৯৭৫

(৭০)

এই জগতে জটীলতার বাঁধন।
মুক্ত হব কেমন ক'রে ভাই।
অভয় ওরে, মুক্ত হবি তখন
যখন পাবি মায়ের কোলে ঠাঁই॥

রাত্রি ১৫. ১১ ১৯৭৫

(৭১)

বলছ বটে মায়ের কোলের কথা—
কোথায় বল সেই-সে মায়ের কোল।
ওরে অভয়, সবখানেতেই আছে।
কেবলরে তুই জ্ঞানের নয়ন খোল॥

রাত্রি ১৫. ১১. ১৯৭৫

(৭২)

সত্য, সত্য, পরম সত্য ওরে,
আমার কাছে আত্মপ্রকাশ কর্।
অভয় বলে, তোরেই দেখে তোরে—
নিঃশেষে মোর ঘুচুক সকল ডর॥

রাত্রি ১৫. ১১. ১৯৭৫

(৭৩)

নিখিলব্যাপী উদার অনন্তে
দে মা আমায় মুক্ত ক'রে দে।
অভয় বলে, বাঁধ্‌তে চাস্ যদি
বাঁধ্ না আমায় বাঁধ্ না রে স্নেহে॥

রাত্রি ১৫. ১১. ১৯৭৫

(৭৪)

ওরে মা, তোর বিশ্ব-ভুবনেতে
চাই মা কিছু আমার মত কাজ।
ওগো মা, তোর সেই-না কাজের লাগি'
এই যে অভয় দাঁড়িয়ে আছে আজ॥

রাত্রি ১৫. ১১. ১৯৭৫

(৭৫)

সকল কাজ তো সবার তরে নয়,
আমার মত কর্ম দে আমায়।
সে কর্মেতে থাকি রে অভয়,
যেন তোর এ জীবন চ'লে যায়॥

গভীর রাত্রি ১৮. ১০. ১৯৭৫

(৭৬)

আমি তব কর্ম মাঝে রব,
রব তবু তব অচলে।
এইটি ক'রে ধন্য কর মোরে।
মায়ের কাছে অভয় বলে॥

১৬. ১১. ১৯৭৫

(৭৭)

একের মাঝে নিত্য-স্থিত থেকে
আমি যেন নিত্য-নব পাই।
অভয় বলে, ওগো মা তোর কাছে
এইটি আজি চাই মা আমি চাই॥

রাত্রি ২৫. ১০. ১৯৭৫

(৭৮)

আছে আমার অহং মাথা তুলে,
তোমার সেবা করতে তবু চাই।
অভয় বলে, আমার অহং-মূলে
তোমার খেলা দেখতে যেন পাই॥

রাত্রি ২৩. ১১. ১৯৭৫

(৭৯)

তুমি তুমি আর তো কেহ নয়।
স্পষ্ট হ'য়ে ওঠো জীবন-নাথ।
অভয় বলে, ভিতর বাহিরময়
তোমায় যেন দেখি হে সাক্ষাৎ॥

গভীর রাত্রি ২৪. ১১. ১৯৭৫

(৮০)

মালিক ওগো, আপন আমার ওগো,
রহ রহ হয়ে জীবনময়।
তোমায় হেরে সকল মাঝে ওগো,
অভয় যেন সত্য অভয় হয়॥

গভীর রাত্রি ২৪. ১১. ১৯৭৫

(৮১)

ওগো সত্য, ওগো আপন মোর,
জীবন আমার কর গো উজ্জ্বল।
অভয় বলে, পায়ে দিলাম তোর
দুরন্ত এ আমার কর্মফল॥

রাত্রি শেষ ৩. ১২. ১৯৭৫

(৮২)

আমার হাতে যা দিলি তুই বাপ্‌,
তাতে আমার পরাণ ভরপুর।
অভয় বলে, থামলে চলবে না,
যেতে আমার হবে অনেক দূর॥

রাত্রি ৪. ১২. ১৯৭৫

(৮৩)

জীবন তোমার আগ্‌লে রেখো নাকো।
দাও, দিয়ে দাও তাঁহার হাতে তুলে।
অভয় বলে, এমন ক'রে তুমি
থেকো না আর সত্যটারে ভুলে॥

সকাল ২. ১০. ১৯৭৫

(৮৪)

পাওয়া এবং নাহি পাওয়ার খেলা
চলছে আপন, চলছে পাশাপাশি।
অভয় বলে, যেমন ভাবে এস
কেবল যেন তোমায় ভালবাসি॥

সকাল ২২. ১২. ১৯৭৫

(৮৫)

যেই কথাটা বুঝলে পরে আপন,
জীবনখানি হবে গো ভরপুর।
অভয় বলে, সেই কথাটা আমার
বল আছে বুঝতে কতদূর॥

রাত্রি ২১. ১ ১৯৭৬

(৮৬)

এত দিনের এত আবর্জনা।
কোন্ ভাবেতে হবে সকল ক্ষয়।
অভয় বলে, কিসের দুর্ভাবনা,
শুধু তুমি হওনা সর্বময়॥

রাত্রি ২.. ১. ১৯৭৬

(৮৭)

মায়ার খেলা, মায়ার খেলা ওরে।
দুঃখে সুখে জম্‌ছে চমৎকার।
অভয় বলে, যাঁহার খেলা তাঁরে
বারে বারে জানাই নমস্কার॥

রাত্রি ২৪. ১. ১৯৭৬

(৮৮)

মায়ার খেলা আজব খেলা ওরে।
নিজের ফাঁদে পড়্‌ল ভগবান।
অভয় বলে, বাঁচ্‌তে চাহ যদি
নিজের মাঝেই খোঁজ নিজ ত্রাণ॥

রাত্রি ২৪ ১. ১৯৭৬

(৮৯)

আমায় দিয়ে ভুল করিয়ে কে রে
দুঃখ আমায় দিলি বারংবার।
অভয় বলে, তোর চরণে যে রে
বারে বারে জানাই নমস্কার॥

২৪. ১. ১৯৭৬

(৯০)

মাথা তুলে ঊর্মি যদি আসে
আমি যেন তোমায় না হারাই।
অভয় বলে, প্রতি ঊর্মি মাঝে
আমি যেন তোমার দেখা পাই॥

রাত্রি ৬. ৪. ১৯৭৬

(৯১)

কোনো কিছুই মান্‌ব নাকো আমি,
কোনো কিছুর ধারব নাকো ধার।
অভয় বলে, তুমি সবার মাঝে
তাই তো সবায় করব নমস্কার॥

প্রভাত ১৯. ৪. ১৯৭৬

(৯২)

এক হয়ে তোর অনেক নিয়ে খেলা,
ভেল্কি লেগে গেল অনেক দূর।
অভয় বলে, দেখব চরণ ছুটি—
তারি লাগি কাঁদে হৃদয়পুর॥

১০. ৭ ১৯৭৬

(৯৩)

বলছি বটে দেখব মাকে আমি—
মায়ের লাগি' পরাণ কাঁদে নাই।
অভয় বলে, মায়ের লাগি কবে
কাঁদব আমি, ভাবছি মনে তাই॥

১০. ৭. ১৯৭৬

(৯৪)

সামঞ্জস্য নাইকো যেথায় কিছু—
তারেই দিলাম দুনিয়া এই নাম।
সামঞ্জস্য যেথায় বিরাজিছে—
অভয় বলে, সেইটা রামের ধাম॥

১০. ৭. ১৯৭৬

(৯৫)

ভুল বোঝা আর ভুল বোঝানোর ধুম—
তারেই আমি বলি যে সংসার।
সত্য বোঝায়, সত্য বোঝে যেথা—
অভয় বলে, সেথায় সারাৎসার॥

১০. ৭. ১৯৭৬

(৯৬)

দে তো বাতি দপ্‌ ক'রে দে জ্বেলে,
চেয়ে দেখি কোন্‌খানে কি আছে।
অভয় বলে, সত্য নজর পেলে
রইতে পারি সুখে মায়ের কাছে॥

সকাল ছ'টা ২২. ৭. ১৯৭৬

(৯৭)

মনখানা তোর হাতের কাছে আছে,
মন দিয়ে কর পূজার আয়োজন।
অভয় বলে, ভগবানের কাছে
যাবার উপায় করে গো এই মন॥

সকাল ২২. ৭. ১৯৭৬

(৯৮)

বলব আমি আলোর শুধুই কথা,
গাইব নাকো অন্ধকারের গান।
অভয় বলে, আলোই শুধু আলো—
এই কথাতেই জাগবে আমার প্রাণ॥

সকাল ২২. ৭. ১৯৭৬

(৯৯)

থাক্‌লে আলো অন্ধকারটি আছে,
সেই আলো তো সত্যি আলো নয়।
আলো-আঁধার ছাড়িয়ে আলো আছে—
সেই আলোতে জাগ্ না রে অভয়॥

সকাল ২২. ৭. ১৯৭৬

(১০০)

অন্ধকারে কাঁদিসনেকো তুই,
আলোর লাগি জীবনখানা তোর।
অভয় বলে, ডাকটি তাহার শোন্,
ফ্যাল্ না ভেঙে ফ্যাল্ না ঘুমের ঘোর॥

সকাল ২২. ৭. ১৯৭৬

(১০১)

তোর প্রাণেতেই জ্বলছে প্রদীপ-শিখা,
উস্‌কে দিয়ে উজল ক'রে নে।
ছোট্ট আলোয় ভুলের মাঝে ব'সে,
অভয় বলে, কাঁদিস্ কেন রে॥

সকাল ২২. ৭. ১৯৭৬

(১০২)

(ক) জগৎ আমার অনেক বড় হবে,
জগৎ আমার হবে অনন্ত ;
জগৎ তখন জগন্নাথের মাঝে
উঠবে হয়ে পূর্ণ জীবন্ত ॥

(খ) সেই জগতের সকল ঘটনাতে
রইবে তোমার পূজার আয়োজন ;
অভয় বলে, সেই পূজাতে তব
সার্থকতায় ভরবে আমার মন ॥

বিকাল তিনটা ২৮. ৮. ১৯৭৬

(১০৩)

ছাপমারা এক সম্প্রদায়ে আমি
রইতে পারি কেমন ক'রে হায় ;
অভয় বলে, প্রসাদ পেলাম তব ।
তোমার কাছেই আমার জীবন যায় ॥

দুপুর ৩. ৯. ১৯৭৬

(১০৪)

সবি তুমি, সবি রঙ্গ তব—
এ সত্যেতে জাগ্রত হোক্ যোগ।
অভয় বলে, যাবেই যাবে ক'মে
দুখের কান্না, দুখের অভিযোগ॥

২৪, ২৫. ১০. ১৯৭৬

(১০৫)

গাধার খাটুনি খাটুছ তুমি ওই,
পায়ে ঝ'রে পড়ছে মাথার ঘাম।
অভয় বলে, লাগ্‌ছে পরিশ্রম
বলতে বুঝি ভগবানের নাম॥

ভোর ২৫. ১০. ১৯৭৬

(১০৬)

দুখের পরে দুঃখ আসে যায়,
দাঁড়াতে তোর নাইকো কোনো ঠাঁই।
অভয় বলে, চোখ খোলে না হায়,
ভুলের খেলা বলিহারি যাই॥

ভোর ২৫. ১০. ১৯৭৬

(১০৭)

আগলে রেখে আঁস্তাকুড়ের ধুলো
দিন কাটানোয় কি আছে তোর ফল।
অভয় বলে, যায় যে দিবসগুলো,
কোথা রে তোর পথের সম্বল॥

ভোর ২৫. ১০. ১৯৭৬

(১০৮)

জাগো জাগো, সত্যে জাগো জাগো,
আছ কে গো দুঃখে-ভরা প্রাণ।
এই অভয়ের ভাঙা বেহালাতে
গাহেন তিনি জাগরণের গান॥

ভোর ২৫. ১০. ১৯৭৬

(১০৯)

জ্বালা জ্বালা জ্ঞানের আলোক জ্বালা,
যাক্ না ঘুচে ভুলের অন্ধকার!
শেষ হ'য়ে যাক্ ও তোর দুখের পালা।
অভয় বলে, এই তো চমৎকার॥

ভোর ২৫. ১০. ১৯৭৬

(১১০)

আঁধার কাঁদে, কোথায় আলো, আলো।
আলো কহে, এই তো আমি এই,
অভয় বলে, জ্ঞানের চক্ষু খোলো—
আলো ছাড়া নেই কো কিছু নেই॥

ভোর ২৫. ১০. ১৯৭৬

(১১১)

তুমি জান আমার দশাখানি।
আমার দশা কেউ জানে না আর!
তুমি আপন সেইটে স্মরণ ক'রে
অভয় আজি করছে নমস্কার॥

সকাল ২৫. ১০. ১৯৭৬

(১১২)

(ক) সাধনাটা আর তো কিছু নয়,
জীবন্ত এক বিরাট প্রতিবাদ—
বাঁধন আমার যাক্ হ'য়ে যাক্ ক্ষয়,
চাহি আমি মুক্তির আস্বাদ॥

(খ) মুক্তি আমার প্রাণের কথা ভাই,
মুক্তি ছাড়া চলতে পারে না যে।
অভয় বলে, মুক্তি আমি চাই
সেই-সে অসীম পরম সত্য মাঝে॥

সকাল ২৮. ১০. ১৯৭৬

(১১৩)

ওরা আমায় কতই কথা বলে,
ওরা বলে, তোমার কর্মফল।
অভয় বলে, খবর জানিনাকো,
আমি চিনি তোমারে কেবল॥

রাত্রি ২৯. ১০. ১৯৭৬

(১১৪)

দূরের যারা দূরেই থেকে যায়,
কাছের থেকে কাছে একই জন।
অভয় বলে, ওরে পাগল আয়,
কর্ না রে তার পূজন ও ভজন॥

রাত্রি ২৯. ১০. ১৯৭৬

(১১৫)

দূরের জিনিস রয় না কভু কাছে,
কাছের জিনিস হয় না কভু দূর।
সব মিলিয়ে সবখানে যে আছে—
অভয় কবে পাবে তাহার সুর॥

রাত্রি ২৯. ১০. ১৯৭৬

(১১৬)

ভাল মন্দ অপরূপের রূপ।
অপরূপে সকল রূপের শেষ।
অভয় বলে, জীবন অন্ধকূপ,
কবে যাব অপরূপের দেশ॥

রাত্রি ২৯. ১০. ১৯৭৬

(১১৭)

জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিলি,
দেখ্‌লি নাকো আকাশ-বিস্তার।
অভয় বলে, বন্দী-জীবন নিলি,
দেখবি কবে যিনি সর্বাধার॥

রাত্রি ২৯. ১০. ১৯৭৬

(১১৮)

হোঁচট্ খাওয়া জীবনটা যে তোর,
পেলো না সে' সহজ সাবলীল।
অভয় বলে, রাত্রি হলে ভোর
শরৎ আকাশ, অনন্ত সুনীল॥

রাত্রি ২৯. ১০. ১৯৭৬

(১১৯)

(ক) মিথ্যা ব'লে, আঁধার ব'লে কিছু
নাই কোথাও, কোনোকালেই নাই।
তবু—তবু, আমার পিছু পিছু
ভ্রান্তি সে এক বলিহারি যাই॥

(খ) ভ্রান্তিরূপে আর তো কেহ নহে,
আমার মা যে, সত্যসুখময়।
সত্য-স্মৃতি সদাই যেন রহে—
এ প্রার্থনা করছে এ অভয়॥

প্রভাত ৩১. ১০. ১৯৭৬

(১২০)

সংস্কারের বাঁধনগুলো মম
জ্ঞানাগুনে হোক্ না পুড়ে ছাই।
অভয় বলে, সর্বত্র আর সদা,
বন্ধু, আমি তোমায় যেন পাই॥

সকাল ১৬. ১১. ১৯৭৬

(১২১)

সংস্কারের শিকল-সজ্জা তুমি
গলায় প'রে ঘুরতে পার খুব।
অভয় বলে, রস পাবে না এতে—
না দিলে সেই জ্ঞানসাগরে ডুব॥

সকাল ১৬. ১১. ১৯৭৬

(১২২)

বাঁধন খুলে, বাঁধন খুলে দে,
মাগো, আমার বাঁধন খুলে দে।
অভয় বলে, তোর কাছেতে মা,
যেতে আমার পরাণ চেয়েছে॥

সকাল ১৬. ১১. ১৯৭৬

(১২৩)

করিস কি তুই, কোন পথে যাস বল্।
হয় না, যেন হয় না ঠিকে ভুল॥
অভয় বলে, গীতার পথেই চল্।
পথের থেকে নড়িসনে এক চুল॥

রাত্রি ৭. ১২. ১৯৭৬

(১২৪)

কি হবে তোর অলৌকিকের খেলা।
জীবনটা তোর নিত্য অলৌকিক॥
অভয় বলে, তাঁহার প্রসন্নতা
জীবনটা তোর ধন্য ক'রে দিক॥

রাত্রি ৯. ১২. ১৯৭৬

(১২৫)

(ক) রোগ সারানো রোগ সারানো রব,
মানুষেরা ওই যে ছুটে যায়।
ভব রোগের বৈদ্য ব'সে ওই।
তাঁহার পানে কজন মানুষ চায়॥

(খ) রোগ সারানো জোড়াতালির খেল।
তাতে কভু হয় না কারো ত্রাণ।
অজ্ঞানতা আসল ব্যাধি তোর।
অভয় বলে, বৈদ্য ভগবান॥

ভোর রাত ৯. ১২. ১৯৭৬

(১২৬)

(ক) চ'লে যে যায়, তাই তো জগৎ নাম,
আগলে রে তুই রাখবি কত আর।
ওই যে মূলে নয়নাভিরাম।
দেখলে পরেই ঘুচবে অন্ধকার॥

(খ) জগদ্ ভ'রে পূজার আয়োজন।
সেই পূজাতে সামিল হয়ে যা।
পূজায় নিত্য রয় যদি তোর মন,
বলছে অভয়, দুঃখ রবে না॥

ভোর রাত ৯. ১২. ১৯৭৬

(১২৭)

(ক) দেখ্ না চেয়ে ধোঁওয়ার রাশি দেখ্,
কত আকার নিচ্ছে প্রতিক্ষণ।
শুধু ধোঁওয়া, ধোঁওয়াই শুধু এক।
নানা রূপে করছে সঞ্চরণ ॥

(খ) তরঙ্গিয়া উঠছে নদীর জল,
জলে জলে ওই যে জলময়।
জগৎখানা করছে ঝলমল,
শুধু তিনি, অন্য কিছু নয় ॥

(গ) উপমা তো হয় না কভু তাঁর।
তাঁর উপমা কেমন ক'রে হয়।
ঠারে ঠোরে বোঝ্ না যেটি সার।
অভয় তাঁরে দেখ্ না সর্বময় ॥

ভোর রাত ৯. ১২. ১৯৭৬

(১২৮)

ঘুমিয়ে আমি পড়েছিনু কবে—
সে' কথাটা বলার সাধ্য নাই।
অভয় বলে, জেগে তোমার ভবে
তোমায় যেন প্রণতি জানাই॥

রাত্রি ১২. ১২. ১৯৭৬

(১২৯)

কালের অতীত জায়গা থেকে আমি
কালের মাঝে দিয়েছিলাম লাফ্।
অভয় বলে, কালের কলে প'ড়ে
বলছি এখন, বাঁচাও বাপ্ রে বাপ্॥

রাত্রি ১২. ১২ ১৯৭৬

(১৩০)

সকল ঘরের একটি মাত্র চাবি,
সেই চাবিতে সকল দুয়ার খোল্।
অভয় বলে, তাঁহার কাছে যাবি,
সকল-জনার মিটবে সকল গোল॥

দুপুর ১৮. ১২. ১৯৭৬

(১৩১)

সকল কথার একটি মাত্র মানে,
পরমার্থ সেই মানেটার নাম।
অভয় বলে, ওই যে সকলখানে,
যাবি কবে তাঁহার পরম ধাম॥

দুপুর ১৮. ১২. ১৯৭৬

(১৩২)

যোগের নহে অনুযোগের মাগো,
উপাসনা আমার আজিকার।
ভ্রান্তি সেজে বল্ না কেন এত
জীবের কাছে আনিস দুঃখভার॥

২৭. ১১. ১৯৭৬

(১৩৩)

(ক) এই দুনিয়ার দুঃখ নিয়ে কেন
নাকে কান্না কাঁদিস এত বল্।
সোজা হয়ে তাঁর দিকেতে তাকা—
জীবন মাঝে পাবি তাঁহার বল॥

(খ) তাঁহার সাথে প্রাণের যোগাযোগে
এই জীবনের রঙটা ফিরে যায়।
অভয় বলে, সেই তো সত্য স্মৃতি।
জীবন তাতে জীবন ফিরে পায়॥

১৩. ১. ১৯৭৭

(১৩৪)

(ক) ভ্রান্তি আমার কোথায় ফেলি বল,
ফেলতে আমি জায়গা নাহি পাই।
অন্যস্থলে রাখলে পরে তারে
হয়ত আমি পাব না রেহাই॥

(খ) তাই তো আমার ভ্রান্তি নিয়ে সব
ওই আগুনে করব সমর্পণ।
অভয় বলে, শান্তি পাব তাতে—
সত্য হ'য়ে উঠবে এ জীবন॥

সকাল ১৬. ১. ১৯৭৭

(১৩৫)

বড়র বড়, তস্য বড় তুমি—
তোমার কাছেই করব আমি বাস।
ছোটর কাছে প্রাণের জ্বালা কভু
মিটবে নাকো, বলে অভয় দাস॥

সকাল ১৬. ১. ১৯৭৭

(১৩৬)

দেহ এবং মনের পরপারে
সত্য তোমার সদাই জেগে রয়।
অভয় বলে, সেথায় গেলে পরে
শেষ হয়ে যায় সীমার যত ভয়॥

সকাল ১৬. ১. ১৯৭৭

(১৩৭)

ওগো পরম, তোমার কাছে গেলে
বেঠিক যত ঠিক হয়ে যে যায়।
অভয় বলে, তাই তো সমর্পিব
সকল কিছু পরম, তোমার পায়।

সকাল ১৬. ১. ১৯৭৭

(১৩৮)

(ক) সীমায় ঘেরা যত কিছুই আছে
দেবে তোরে, দেবেই দেবে দুখ।
যেই-না রে তুই যাবি তাঁহার কাছে—
দেখা দেবে মহাশ্রয়ের সুখ ॥

(খ) মনের মাঝেই খণ্ডগুলোর খেলা,
মনকে রে তাই রাখ্ স্বরূপে তার।
সে' পূর্ণতার সঙ্গখানি পেলে
মন যে পাবে মনের পরপার ॥

(গ) সেই-সে' পরম পরিপূর্ণতারে
কর্ না স্মরণ, ওরে আমার মন।
পথের মানুষ বলছে অভয় আজি,
যতই স্মরণ ততই জাগরণ ॥

সকাল ১৬. ১. ১৯৭৭

(১৩৯)

স্মরণ স্মরণ স্মরণ ক'রে যা না।
ঢেউগুলো সব পরুক নতুন সাজ।
অভয় বলে, আর তো কেহ নহে,
কেবল যে সেই সত্য মহারাজ॥

সকাল ২৬. ১. ১৯৭৭

(১৪০)

দেবতা ওই জীবন মাঝে রাজে—
ভাবের সাথে পূজা চলুক তার।
জ্ঞানে এবং ভক্তি ভরা প্রাণে,
অভয় বলে, পূজা চমৎকার॥

সকাল ১৬. ১. ১৯৭৭

(১৪১)

নীরব নিথর সত্য—অদ্বিতীয়.
নাইকো তাতে রসের আস্বাদন।
অভয় বলে, চলুক খেলা তব,
নিত্য শুদ্ধ রহুক শুধু মন॥

প্রভাত ২২. ১. ১৯৭৭

(১৪২)

মর্মকথার ধারলিনেকো ধার,
তাই তো এমন হলি রে হায়রান।
সহজ ভাবেই জগৎ খেলা যাঁর,
অভয় বলে, তাঁরেই দে না প্রাণ॥

সন্ধ্যা ২২. ১. ১৯৭৭

(১৪৩)

তাকা তাকা তাকা তাঁহার দিকে,
সেই সাথে তুই কর্ম ক'রে চল্।
সজাগ থাকিস, ভুলটি না হয় ঠিকে,
অভয় বলে, ফলবে সত্য ফল॥

সন্ধ্যা ২২. ১. ১৯৭৭

(১৪৪)

তিনি তিনি, তিনি কেমনতর—
এই কথাটা ভালই বোঝা চাই।
তাঁহার ছবি যতই স্পষ্ট কর,
বলে অভয়, দুঃখ ততই নাই॥

সন্ধ্যা ২২. ১. ১৯৭৭

(১৪৫)

তুমি জান, আমায় তুমি জান।
যা কিছু মোর সবি গোচর তব।
এই যে কথা—এর চেয়ে নাই দামী।
অভয় বলে, এইটি ধ'রে রব॥

রাত্রি ২২. ১. ১৯৭৭

(১৪৬)

ছিল আমার অনেক আবর্জনা—
সবি তুমি করছ ভস্মসাৎ।
অভয় কহে, শ্মশানচারী হ'য়ে
আমার কাছে রহ বিশ্বনাথ॥

ভোর ২৩. ১. ১৯৭৭

(১৪৭)

কড়া হাতে জীবন শাসন করা
প্রথম দিকে চাই হে বন্ধু, চাই।
অভয় বলে, সত্য স্রোতে প'লে
নাইকো তেমন কষ্ট কিছু নাই॥

ভোর ২৩. ১. ১৯৭৭

(১৪৮)

(ক) সকল কথা একটি কথায় মেশে।
সে কথা এই, সত্য মূলাধার।
আদিতে আর মধ্যে এবং শেষে
সত্য ছাড়া নাইকো কিছু আর॥

(খ) সে' সত্যেরে সত্য ক'রে ধরি'
জীবনপথে হও না অগ্রসর।
অভয় বলে, পরম সত্য হরি
জাগিয়ে দেবেন তোমার অন্তর॥

ভোর ২৩. ১. ১৯৭৭

(১৪৯)

আমি যে মোর মিথ্যা ছায়া মাগো,
তুমি যে মা সত্যটি আমার।
অভয় বলে, আমায় যেন চিনি,
আবার তোমায় চিনি সত্য সার॥

সকাল ২৮. ১. ১৯৭৭

(১৫০)

আমি ওগো ক্ষুদ্র যে এক প্রাণী,
তুমি যে গো সর্বশক্তিমান ।
আমি শুধু করতে ওগো পারি
প্রণাম তোমায় ওগো সুমহান ॥

সকাল ২৮. ১. ১৯৭৭

(১৫১)

তোমার জানা অন্তবিহীন জানা—
তাহার মাঝেই আছে এই ভুবন।
অভয় বলে, আমার জীবনখানা
সেইখানেতেই এই যে সমর্পণ ॥

প্রভাত ৩০. ১. ১৯৭৭

(১৫২)

বিশ্ব ভরা দুখের অমঙ্গলে
এড়িয়ে যেতে ইচ্ছা নাহি হয়।
যদি পালাই দূরেরি মঙ্গলে—
পূর্ণতা নাই, বলে এ অভয় ॥

রাত্রিশেষ ৩১. ১. ১৯৭৭

(১৫৩)

(ক) এক পা এক পা ক'রে মৃত্যুপানে
দিনে দিনে হচ্ছ অগ্রসর।
মন দিলে না তাহার সমাধানে,
গল্প করার রইল অবসর॥

(খ) দুঃখাগুনে জগৎ পুড়ে ছাই—
ভূতের মত তাহার মাঝে বাস।
অভয় বলে, সময় তোমার নাই
জীবন জমির করতে কিছু চাষ॥

ভোর রাত ৩১. ১. ১৯৭৭

(১৫৪)

কেন কেন ওরে অবোধ মন,
ঢিপি দেখে পাসরে ভূতের ভয়।
অভয় বলে, আমার কথা শোন্,
নাচ্ না তাকে দেখে সর্বময়॥

ভোর রাত ৩১. ১. ১৯৭৭

(১৫৫)

নাস্তি রে ভয়, ভয়ের কিছু নাই।
আছে শুধু অপার লীলা তাঁর।
এই কথাটায় জেগেই থাকা চাই—
অভয় বলে, যাবে দুঃখ ভার॥

ভোর রাত ৩১. ১. ১৯৭৭

(১৫৬)

মায়ের কাছে দয়ার ভিক্ষা কিসে।
মায়ের কাছে দাবী নিয়েই চাই।
অমৃত চাই, মরব কেন বিষে,
অভয় বলে, দাঁড়িয়ে আছি তাই॥

ভোর ৩১. ১. ১৯৭৭

(১৫৭)

(ক) আত্মা তুমি, সত্য তুমি মম।
আপন তুমি, আর তো কেহ নাই।
দুঃখ তবু দুঃস্বপনের সম।
আমি যে গো তোমার পানে চাই॥

(খ) মারতে পার ইচ্ছা যত তব,
করার কিছু শক্তি আমার নাই।
আমি কেবল তোমার কাছেই রব—
এ প্রার্থনা তোমারে জানাই॥

ভোর ৩১. ১. ১৯৭৭

(১৫৮)

(ক) তুমি যে গো নিত্য নির্বিকার।
মলিনতা নাইকো যে ওই গায়।
এ রূপ তব না দেখে যে তার
ভিত্তিহীন যে জীবন হয়ে যায়॥

(খ) নিত্য নব রঙ্গ তব ওই
তোমার মাঝে চলছে অন্তহীন।
এ দিকটাতে সজাগ যেন রই,
তোমায় বলে অভয় অতি দীন॥

ভোর ৩১. ১. ১৯৭৭

(১৫৯)

(ক) তুমি ভাল। পরম ভাল তুমি।
তোমার মত ভাল কেহই নাই।
আমায় কেন করলে এমনতর।
তোমার মত ভাল হ'তেই চাই॥

(খ) সিংহ-শাবক সিংহ সম হবে—
এ তো কিছু নতুন কথা নয়;
অভয় কেন এমন হ'য়ে রবে,
দুঃখ কেন দেখায় তারে ভয়॥

প্রভাত ৩১. ১. ১৯৭৭

(১৬০)

কষ্ট কষ্ট কষ্ট চারিদিকে।
দুখের অন্ত হয় না সবাকার?
এ নিবেদন জীবন পাতে লিখে
অভয় আজি করছে নমস্কার॥

প্রভাত ৩১. ১. ১৯৭৭

(১৬১)

অন্তহীনের ঘটলে যোগাযোগ
দুঃখ সুখের বালাই চলে যায়।
তখন চ'লে যায় যে ভবের রোগ,
হরির কথা আজি অভয় গায়॥

প্রভাত ৩১. ১. ১৯৭৭

(১৬২)

শেয়াল-চালাক হচ্ছ কেন তুমি।
হও না কেন সিংহ-বুদ্ধিমান।
অভয় বলে, সিংহ সম হ'লে
পাবে তুমি সেই-সে জগৎপ্রাণ॥

২/৩. ২. ১৯৭৭

(১৬৩)

আমায় তুমি দিচ্ছ অনেক দান—
তবু আমার ভরছে নাকো মন।
অভয় বলে, পূর্ণ হবে প্রাণ—
তবে আমার মিটবে আন্দোলন॥

৩. ২. ১৯৭৭

(১৬৪)

স্বস্থ নাহি হবে জীবন মোর
ঘরে ফিরে সব যদি না যায়।
সকলেরি কাটুক ঘুমের ঘোর—
এইটে অভয় জানায় তোমার পায়॥

৩. ২. ১৯৭৭

(১৬৫)

বল্ না সহজ হবি কেমন ক'রে
থাকলে বাঁধা সীমার এলাকায়।
অভয় রে, তাই গুরুর কথা ধ'রে
শরণ নে না ওই অসীমের পায়॥

সকাল ১৫. ৩. ১৯৭৭

(১৬৬)

যাহা আসে তাহাই চ'লে যাবে—
এ জগতের এই তো-না দস্তুর।
বলছে অভয়, নিত্য কবে পাবে,
করো না খোঁজ সে নিত্য বস্তুর॥

দুপুর ১৭. ৩. ১৯৭৭

(১৬৭)

করতে চেষ্টা হবেই রীতিমতে
নইলে পরে পাবে না রতন।
'আমি'র পথে কিংবা 'তুমি'র পথে,
অভয় বলে, কর না যতন ॥

সকাল ১৯. ৩. ১৯৭৭

(১৬৮)

এই দুনিয়ার ডুগডুগিটার তালে
বাঁদর-নাচা নাচ্‌তে চাহি না।
অভয় কহে, তোমার অসীম কালে
বাঁচার মত বাঁচতে চাহি মা ॥

রাত্রি ৫. ৪. ১৯৭৭

॥ কবিতা-কথা ॥

কবিতা-কথা

(১)

সব হয়েছেন সব সেজেছেন
বিশ্ব ভ'রে যিনি
কেমন ক'রে আমার বুকে
হারিয়ে গেলেন তিনি।

ওরে সত্য-চোর,
দে ফিরিয়ে আমার প্রাণে
সত্যখানি মোর।

৮. ৯. ১৩৭৫

(২)

এস এস প্রাণে এস
নয়ন ঝরানো।
এস এস চোখে এস
আঁধার সরানো।
এস আমার মরম-সত্য,
এস আমার পরম তত্ত্ব,
এস আমার হৃদে এস
হৃদয় ভরানো।

রাত্রি ১০. ১. ১৯৭৫

(৩)

মাগো তোরে পরাণ ভ'রে
আমি যেন ডাকতে পারি।
মোর হাসিতে আর কাঁদনে,
মুক্তি মাঝে আর বাঁধনে
যেমন ভাবেই থাকি মা তোর
কোলে যেন থাকতে পারি।

বিকেল ১২. ১. ১৯৭৫

(৪)

এই মম জীবত্বের ভার
এনেছি মা চরণে তোমার।
এই জীব স্পর্শ তব পাক্,
তব স্পর্শে শিব হয়ে যাক্।

রাত্রি ১৪. ১. ১৯৭৫

(৫)

গান কহে শোন্ মোর তরে চাই গলাসাধা।
আমার অনেক নিয়ম আছে ধরাবাঁধা।
কেমন যেন নতুন হয়ে দুলে উঠি।
অপরূপের পায়ের কাছে রই যে ফুটি।

সকাল ১৪. ১. ১৯৭৫

(৬)

আমি রূপে শুধু আছ
তাহা নহে হরি।
তুমি রূপে খেলিতেছ
এ জীবন ভরি'।

১৭. ১. ১৯৭৫

(৭)

বারেক আমার পানে
চেয়ে দেখ তুমি—
এখনো যে পাই নাই
তব সত্যভূমি।

রাত্রি ১৯. ১. ১৯৭৫

(৮)

আমার সাথে করছ কেবল লুকোলুকি।
তবু আমি হলাম তোমার মুখোমুখি।

রাত্রি ১৯. ১. ১৯৭৫

(৯)

হে পরম, হে পাগল, তুমি
আছ জাগিয়া।
আমারে পাগল কর শুধু
তোমা লাগিয়া।

রাত্রি ১৯. ১. ১৯৭৫

(১০)

মিথ্যার ভার চেপে আছে ওই
পাথর সম।
সত্যের মাঝে মুক্ত কর গো
জীবন মম।

রাত্রি ২০. ১. ১৯৭৫

(১১)

আমার হয়ে আমার সাথে রও
হে মোর আপন জন।
তোমার হয়ে করব তোমার কাজ—
এইটি নিবেদন।

২১. ১. ১৯৭৫

(১২)

ওহে প্রভু, সকলের দুঃখ ঘুচে যাক্।
তোমার আনন্দ প্রভু, সকলেই পাক্।
তোমার আপন হাতে গড়া এ সংসারে।
তোমার সেবায় প্রভু, লাগাও আমারে।

রাত্রি ২৩. ১. ১৯৭৫

(১৩)

মানুষের আনন্দ, কল্যাণ
আমার দুঃখের বিনিময়ে
হয় যদি হোক্ ।
শুধু এই চাই—
আমার দুঃখের মাঝে
তোমার আনন যেন
দেখিবারে পাই ।

রাত্রি ২৩. ১. ১৯৭৫

(১৪)

আমি তোমায় চিনি ।
তুমি কভু হাস কভু কাঁদ ।
আপনাকে আপনি বাঁধ ।
আপনি আবার আপন সাথে
কর বিকিকিনি ।

গভীর রাত্রি ২৪. ১. ১৯৭৫

(১৫)

অনেক মিথ্যা মাগো, আমার
জড়িয়ে গায়ে আছে।
মাগো, এলাম তোমার কাছে।

তোরি সত্যের সহজ আলোয়
আমায় আলো কর্।
মাগো, আমায় ধর্।

রাত্রি ২৯. ১. ১৯৭৫

(১৬)

তোরি কাছে থাক্‌ব মাগো,
তোরি কাছে থাক্‌ব।
মুখের পানে তাকিয়ে আমি
মা মা বলে ডাক্‌ব।

রাত্রি ২৯. ১. ১৯৭৫

(১৭)

আস্‌লে সময় মরব আমি তোমার অভয় কোলে—
মাগো, আমার এই নিবেদন রাখছি আমি ব'লে।

৩০. ১. ১৯৭৫

(১৮)

চলতে নারি, বলতে নারি,
গলতে নারি প্রেমে।
মাগো, তুমি আপনি এস
আমার কাছে নেমে।

সন্ধ্যা ৩০. ১. ১৯৭৫

(১৯)

তুমি যে আমার জীবন মালিক—
এ কথাটা যেন না ভুলি।
তব মুখ চাহি পরাণ আমার
ওঠে যেন সদা ব্যাকুলি।
অপরূপ তব স্থরের ছন্দে
আমি যেন যোগ দিই আনন্দে।
স্থন্দর তব স্থরের মাঝারে
বেস্থর যেন গো না তুলি॥

রাত্রি ৩১. ১. ১৯৭৫

(২০)

ওরে আমার বাপ্,
তোরে আমি দেখিনাকো—
এই তো আমার পাপ।

এই-না পাপের, এই-না ভুলের
হোক্ না অবসান।
তোর মাঝেতেই জীবন জাগুক্
ওরে আমার প্রাণ।

রাত্রি ২. ২. ১৯৭৫

(২১)

আড়ালে রাখিসনে তুই আপনারে।
আমারে টানলি যখন পায়ের ধারে।

রাত্রি ৫. ২. ১৯৭৫

(২২)

তব মুখ চাহি দুখকে আমার
গৌরবে ভ'রে তুলিব।
তব মুখ চাহি আমি যে আমার
সব ক্ষুদ্রতা ভুলিব।

রাত্রিশেষ ১০. ২. ১৯৭৫

(২৩)

এক নিয়ে আর অনেক নিয়ে
মা তোর খেলা চলে।
যোগ দিয়েছে যারা তাদের
বোধের বাতি জ্বলে।
আমায় টেনে নে সেই দলে।

ভোর ১৪. ২. ১৯৭৫

(২৪)

আমি তো ভাই আরাম খুঁজি,
রামের জন্য আমার ঠেকা নাই।
আমি তো ভাই ভূতকে বুঝি,
ভূতনাথেরে আমি যে না চাই।

রাত্রি ১৯. ২. ১৯৭৫

(২৫)

যে-সব জিনিস দিয়েছিলে আপন, মোরে—
সে-সব সমেত আমায় আমি দিলাম ধ'রে।
তুমি সকল স্বীকার কর, স্বীকার কর।
স্বীকার ক'রে জীবন আমার ধন্য কর।

বিকাল ২৬. ২. ১৯৭৫

(২৬)

বর্ষা যেমন নামে মাগো, ঘিরে চারিধার
তেমনি তুমি এস এস জীবনে আমার।
আঘাত কর, জড়িয়ে ধর, তৈরি কর মোরে।
আমার চলার পথে আমায় সঙ্গে থাক ধ'রে।

রাত্রিশেষ ২৭. ২. ১৯৭৫

(২৭)

যখন তখন যেখানে সেখানে
যাহা কিছু আমি পাই—
প্রতিটি বস্তু তোমার চরণে
লইয়া যেন গো যাই।

সকল বস্তু তোমারে সঁপিয়া
থাকি যেন আমি সুখে।
মালিক আমার, আমি যেন রই
শুধু তোমা অভিমুখে।

রাত্রিশেষ ২৮. ২. ১৯৭৫

(২৮)

যে সকল গ্লানি ফোটে আমার জীবনে
সেগুলো কোথায় রাখি বল বন্ধু, মোরে।
সেগুলো দিলাম আনি তোমার চরণে,
সেগুলো অমৃত কর স্পর্শ ক'রে ক'রে।

দুপুর ২৮. ২. ১৯৭৫

(২৯)

আমি তোমায় ভালবাসি কি না
আমি জানিনাকো।
তুমি যদি ভালবেসে থাক
তবে কাছে ডাকো।

বিকাল ২৮. ২. ১৯৭৫

(৩০)

এমন লোক তো ওই রয়েছে যারা
আপন ব্যথা স্বীকার করে না।
আপন মোহে তারা আত্মহারা,
সত্যটারে খুলে ধরে না।

রাত্রি ১. ৩. ১৯৭৫

(৩১)

ভয়টা আমার হরণ করো নাথ।
এবার আমায় প্রভু, তুমি করো আত্মসাৎ।
তুমি আমার আমি তোমার, এইটা যেন রহে।
তোমার মাঝেই রহি যেন, অন্যখানে নহে।

রাত্রিশেষ ১২. ৩. ১৯৭৫

(৩২)

একান্ত করিয়া দেখোনাকো কোনোটারে।
একান্ত করিয়া দেখ শুধু সেই তাঁরে।

রাত্রি ১৫. ৩. ১৯৭৫

(৩৩)

যদি তোমার ভজন জমে আমার বেদনায়—
সেই বেদনা দিও মোরে এই মিনতি পায়।
দুঃখে যদি তোমার সাথে আমার মিলন ঘটে
সে দুঃখ যে মোর জীবনে পরম সুহৃদ বটে।

রাত্রি ৩০. ৩. ১৯৭৫

(৩৪)

আমার প্রাণের কথা আমি যে খুঁজি ।
আমার বেদনটারে নেব যে বুঝি ।

ভোর রাত্রি ২. ৪. ১৯৭৫

(৩৫)

সুখ দুঃখ যাহা কিছু আনে তব মন—
তাঁহার চরণে সব করহ অর্পণ ।
তাঁহারে গ্রহণ কর বাহিরে অন্তরে ।
আপনাকে সঁপ তাঁর চরণের 'পরে ।
কপটতা কুটিলতা কর ত্যাগ কর ।
সরল ভাবেতে তাঁরে জড়াইয়া ধর ।
তাঁহার কাছেতে কর আত্মসমর্পণ ।
আপনার মাঝে তাঁরে করহ বরণ ।

বিকাল ১৯. ৪. ১৯৭৫

(৩৬)

ওগো সকল, তুমি অমৃতম্ ।
ওগো আমার প্রেমানন্দ, ওগো আমার অভয়ম্ ।
মোর জীবনে যত আঁধার, যত আছে কালো ।
যত আছে মন্দমালা, যত আছে ভালো ।
দেহের যত গ্লানি আমার, মনের যত সুখ ।
সবার মাঝেই হেরব আমি তোমার অমল মুখ ।
যত আমার আছে গো ভয় মনের মাঝারে
সকলটাতেই করব প্রণাম আমি তোমারে ।

বিকাল ১৯. ৬. ১৯৭৫

(৩৭)

তুমি আমার ধর না হাত পথের চলাতে ।
তবেই আমি ভুলব না আর মনের ছলাতে ।

সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

(৩৮)

ঠাকুর ব'লে জীবন মাঝে ধরব তোমাকে ।
ডাকব আমি তোমায় আমার প্রাণের ডাকে ।

রাত্রি ২১. ১২. ১৯৭৫

(৩৯)

অমন ক'রে আপনারে করব নাকো খর্ব।
আর কেহ নয় তুমি আমার, তুমিই আমার সর্ব।

গভীর রাত্রি ২৩. ১২. ১৯৭৫

(৪০)

অত ক'রে হিসেব করার
বল্ না কিবা প্রয়োজন।
সহজ পথে চল্ না রে তুই—
সহজ জীবন কর যাপন।
পরম ভালয় ভালবাসা,
তারই তরে কাঁদা হাসা।
সে যে রে তোর জীবনমাঝে,
আপন হতে সে আপন।

২২. ১. ১৯৭৬

(৪১)

ওরে অবোধ, এই হুনিয়া আপন ছাড়া নয়।
আপনকে তুই পর করেছিস তাই তো কষ্ট হয়।

ফেব্রুয়ারী/মার্চ, ১৯৭৬

(৪২)

জায়গা আমার আকাশ তলায়—
—এইটে আমি জানি।
টান মেরে আজ ফেলব দূরে
গলার বাঁধনখানি।

জুন, ১৯৭৬

(৪৩)

অসত্য, অধর্ম যাহা
আনে তাহা দুখ।
সত্য যাহা, ধর্ম যাহা
এনে দেয় সুখ।

২১. ৮. ১৯৭৬

(৪৪)

সত্যেরে হারাও যদি
সকলি হারাবে।
সত্যে যদি রক্ষা কর
সব কিছু পাবে।

আগষ্ট, ১৯৭৬

(৪৫)

সত্যে ধ'রে থাকব মোরা, সত্য পথে চলব।
প্রাণের কথা যা আছে সব জগন্নাথকে বলব।
অকাজ কুকাজ করব নাকো, জীবন করব ধন্য।
ভগবানের সেবক ব'লে আমরা হব গণ্য।

১৩. ৯. ১৯৭৬

(৪৬)

করা যদি নাহি হয়—বলাতে কি ফল ?
করিতে পারিলে তবে জীবন সফল।

রাত্রি ২৩. ৯. ১৯৭৬

(৪৭)

সেই জাগাতে জাগা আমায় ওরে মহাপ্রাণ,
হয় যেখানে সকল ঘুমের নিত্য অবসান।

প্রভাত ৪. ১০. ১৯৭৬

(৪৮)

ফলের মধ্যে থাকলে পোকা—
পোকা সমেত খাস কি খোকা ?
রয় যদি ঝুট্ জীবন মাঝে
কী হবে তোর বাহির সাজে ?

সকাল ১২. ১০. ১৯৭৬

(৪৯)

শুধু কথায় মন কি ভরে।
বিদ্ধ কাঁটা, রক্ত ঝরে।
বস্তু চাহি মা।
আর কতদিন আছে বাকি।
কেমন ক'রে এমন থাকি।
সময় নাহি মা।
যে কথাতে আগুন জ্বালায়,
যে কথাতে আঁধার পালায়—
সেইটা প্রকাশ কর্।
যেই কহিবি—সাথে সাথে
বস্তু পাব হাতে হাতে,
ঘটবে রূপান্তর।

সকাল ১. ১১. ১৯৭৬

(৫০)

ছুঁ মন্তর ছুঁ।
ভেলকি খেলা দুনিয়াখানা।
গুরু তাতে দিলেন হানা।
চক্ষু যে পায় অন্ধ, কানা।
মা হয়ে যায় ভূ।

আয় রে বোধে আয় না চ'লে।
ময়লা যত যাক্ না জ্ব'লে।
পড়িস নে কো গণ্ডগোলে।
হোক্ না আলো দিল্।

জীবনখানা জাগলে পরে
কে বাঁচে আর কে বা মরে।
জীবন তখন সত্যে ভরে
ছন্দেতে হয় মিল।

সকাল ১১. ১২. ১৯৭৬

(৫১)

বিশ্বজগৎ এবং অখিল প্রাণী
কী আশ্চর্য। কার বা দেখার চোখ।
যাঁহার থেকে এল বিশ্বখানি—
সকল হতে আশ্চর্য সেই লোক॥

২২. ১. ১৯৭৭

(৫২)

কথায় যদি না হয় ফল
সেই কথাতে লাভ কি বল্?
কথাগুলো কাজে লাগা।
ঠিক মত তুই জীবন জাগা।
তবেই তো তুই থাকবি সুখে।
নইলে কি ফল কথা টুকে।
চেষ্টা চেষ্টা চেষ্টা রাখা।
চেষ্টা করলে শেষটা পাকা।
ততই মজা—যতই যাবি।
কতই কাণ্ড দেখতে পাবি।

তাই তো বলি, চল্ এগিয়ে
মায়ের নামটি সঙ্গে নিয়ে।
ঘুচুক সকল বাদ-বিবাদ।
রইল আমার আশীর্বাদ।

২৪. ১. ১৯৭৭

(৫৩)

সাচ্চা হলেই আচ্ছা হবে,
সন্দেহ নাই তায়,
থাকলে ঝুটা কলসী ফুটা,
জল বেরিয়ে যায়।

দুপুর ২৮. ১. ১৯৭৭

(৫৪)

ধোঁকা যে দেয় বোকা সে যে,
বুঝবে সে এক দিন।
রইল বদ্ধ ফেরৎ যে জন
দেয় না ক'রে ঋণ।

২৮. ১. ১৯৭৭

(৫৫)

করে যে জন ছুটোছুটি
এ সংসারের পিছে
কাঁদতে তারে হবেই ব'লে—
সবই হ'ল মিছে।

২৮. ১. ১৯৭৭

(৫৬)

ঢাকে ঢোলে গণ্ডগোলে খাঁটীর দেখা নেই।
খাঁটী থাকে মাটীর তলায়, রাখ্ না বুঝে এই।

২৮. ১. ১৯৭৭

(৫৭)

কইলে কতই ভাল কথা, গাইলে ভাল গান।
সত্য হয়ে উঠেছে কি? জাগ্‌ল তো এই প্রাণ?
সত্য ব'লেই সত্য বড়, তারেই ধর, তারে।
সত্যটারি তত্ত্ব কর, ভাবনা রবে না রে।

২৯. ১. ১৯৭৭

(৫৮)

পরম সত্য দেবতারই ভজন পূজন হোক্
খণ্ড সত্য উপচারে—ঘুচবে দুঃখ শোক।
নাছোড়বান্দা বান্দা হয়ে ধর্ না তাঁহার পায়।
ঘুচবে ফ্যাসাদ, পাবি প্রসাদ, অভয় গীতি গায়।

২৯. ১. ১৯৭৭

(৫৯)

দাদারে তুই বাঁধা প'ড়ে হলি হাঁদারাম।
কিসের বাঁধন। পা হারাধন। হ না আত্মারাম।

২৯. ১. ১৯৭৭

(৬০)

পূর্ণ, আমি রহি যেন তোমার চেতনায়—
একেতে সব, সবেতে এক যেথায় শোভা পায়।
বিরুদ্ধতা রুদ্ধ সেথা একটি সমাধানে।
হোক্ না সেথায় প্রণাম মম নিত্য পূর্ণ প্রাণে।

ভোর রাত ৫. ২. ১৯৭৭

(৬১)

কোথায় তুমি কোথায় তুমি, ভক্তিদেবীর সুরটা এই।
জ্ঞানের সুরে কেবল তুমি, কোথাও কিছু আর তো নেই।
এ দুই সুরে যতন ক'রে তোর সাধনার গানটা বাঁধ।
তোর সাধনায় দিন না ধরা রুদ্র রবি, কৃষ্ণ চাঁদ।

দুপুর ১৮. ৩. ১৯৭৭

(৬২)

রত্তিখানেক সত্যি জিনিস হস্তে যদি পাই।
একশত মণ মিথ্যা দিয়ে কাজ তো কিছু নাই॥

রাত্রি ১৮. ৩. ১৯৭৭

(৬৩)

আমি তব চরণের দীন এক দাস।
চেয়ে দেখ, এতে আছে অহঙ্কার পাশ।
তোমার সন্তান আমি, নহি কেহ আর।
চেয়ে দেখ, ইহাতেও রহে অহঙ্কার।
আমি ব'লে যারে বলি—তুমি ছাড়া নয়।
এতে আর অহঙ্কার কোন্‌খানে রয়।

পূর্ব দুপুর ২১. ৩. ১৯৭৭

(৬৪)

সুতীব্র সংবেগে চেষ্টা কর বারংবার।
জেগে থেকো, চেষ্টা-শক্তি তাঁর সেই তাঁর ॥

৭. ১২. ১৯৭৭

(৬৫)

তাঁহারে তুমি চিন্তা কর,
তাঁহারে তুমি ডাকো।
তাঁহারি তুমি শরণ লহ,
ভাবনা রবে নাকো ॥

৭. ১২. ১৯৭৭

(৬৬)

বিপদ যদি ঘিরিয়া ফেলে,
কোরো না হাহাকার।
মালিক যিনি আছেন তিনি।
চরণে রহ তাঁর ॥

৭. ১২. ১৯৭৭

(৬৭)

কর্মফলে দুঃখ আসে—
নিয়ম বাঁধা হায়।
হরির তরী আপন করি'
পারেতে যাই আয় ॥

৭. ১২. ১৯৭৭

——

॥ শ্রীঅভয়জী রচিত বই ॥

* স্বভাব	২.০০
* সত্য-সরণী	০০.৫০
* সত্যের সংসার	০০.৫০
* শুভ পথ	০০.৫০
* কাজের কথা	০০.৫০
* অভয়জী কী বাণী	১.২৫
* **Words That Matter**	1.25

॥ পুস্তক-প্রাপ্তিস্থান ॥

১, কীর্তন কুটীর
বাঘা যতীন বাজার
কলিকাতা—৩২

২, শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা আশ্রম
৭/১২০ হারারবাগ,
বারাণসী।

6. 3. 1978